আলমডাঙ্গায় সাইকেল কিনে বাড়ি ফেরা হলো না আনিসের

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আনিস উদ্দিন (৭৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টার দিকে উপজেলার বেলগাছি গ্রামের মালিতাপাড়ার জামে মসজিদের সামনে এদূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আনিস উদ্দিন একই উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে। এঘটনার পর পুলিশ ট্রাকসহ চালক রাজু ও তার সহকারী সেলিমকে আটক করে থানায় নিয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে আনিস উদ্দিন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে আলমডাঙ্গায় পুরাতন সাইকেল কিনতে আসে। সাইকেল কিনে বিকেল ৫ টার দিকে বাড়ি ফিরছিলো।

পথের মধ্যে বেলগাছি মালিথাপাড়া এলাকায় পৌঁছালে তিব্র যানজটে আটকে যায় আনিস। এ সময় সে মালিথাপাড়ার মসজিদের নিকট দাড়ালে পিছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। এসময় আনিস ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।
এ ঘটনায় পর ট্রাক ড্রাইভার দ্রুত গতিতে গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

এলাকাবাসী ওই গাড়ি ধাওয়া করে গাড়ির চালক ও হেলপারকে আটক করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেয়।

পরে লাশের পরিবারের লোকজন বাদি না হওয়ায় পুলিশ রাতেই লাশ দাফনের অনুমতি প্রদান করে। নিহত আনিসের লাশ রাতেই পাইকপাড়া কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় চাকায় নিচে পিষ্ট হয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে লাশ ময়নাতদন্তের

জন্য পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে বাদি না হওয়ায় লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়।

মানুষ এখন খাদ্য অভাবে থাকে না

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার ১ আসনের এমপি সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এ ভবনের আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, এ অঞ্চলের মানুষ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে অনেক কষ্টের সম্মূখিন হত। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে এ অঞ্চলের মানুষ পাঁকা রাস্তা দিয়ে চলাচল করে।

নাগদাহ ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের এখন চিন্তা নেই। বর্তমানে এ ইউনিয়নের অধিকাংশ রাস্তা পাঁকা। এই অঞ্চলের যে অবশিষ্ট রাস্তা ও ব্রিজের ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে মানুষের সে গুলোর তালিকা করে নিবে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা সহ বিভিন্ন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। এখন মানুষ খাদ্যের অভাবে থাকে না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়াদ্দার টোটন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাস্টার, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নান্নু মিয়া, নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মতিয়ার রহমান হায়াত, আইলহাস ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি তোফাজ্জেল বিশ্বাস, সাধারন সম্পাদক জাহিদুল

ইসলাম বাদল, মোমিনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নিপুল, সাধারন সম্পাদক রতন আলি, বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, সাধারন সম্পাদক বিল্লাল গনি।

সাবেক চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সভাপতি আশিক ইকবার স্বপনের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মুনছুর মোল্লা, ইসমাইল হোসেন, আব্দুল খালেক, হাসেম মোল্লা, আব্দুল কুদ্দুস, যুগ্ন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, আলাউদ্দিন মাস্টার, সাংগাঠনিক সম্পাদক বাদল রশিদ, বেল্টু মন্ডল, দপ্তর সম্পাদক ঝন্টু রহমান, আওয়ামীলীগ নেতা দুদ মল্লিক, মরজেম হোসেন, আয়ুব হোসেন, বিপুল জোয়াদ্দার, ডালিম মেম্বার, মনি, মেছের, মুসা, মিয়া, ইকলাচ, বিল্লাল, মাজেদুল।

এছাড়াও বিভিন্ন ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি – সাধারন সম্পাদক সহ সকল ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলো।

দর্শনায় শারদীয় দূর্গোৎসব উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় ও আর্থিক অনুদান প্রদান

দর্শনায় শারদীয় দূর্গোৎসব উপলক্ষে নিরাপত্তা ও আইন শৃংখলা বিষয়ক মতবিনিময়সভা ও আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় দর্শনা থানা চত্বরে থানার ১৮ টি পৃজা মন্দির কমিটির সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। অফিসার ইনচার্জ ওসি লুৎফুল কবিরের সভাপত্বি মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস, দর্শনা থানার তদন্ত ওসি শামসুজোহা, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার আহম্মেদ আলী বিশ্বাস,এ সময় ১৮ টি পুজা মন্দিরের সভাপতি ও দর্শনা পুরাতন বাজার পৃজা

মন্দিরের সভপতি উত্তম কুমার দেবনাথ, দামুড়হুদা উপজেলার পুজা উৎযাপন কমিটির সভাপতি নিতাই পাল, সধারন সম্পাদক অন্তত সান্তারা, দর্শনা পৌর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সভাপতি সমির সরকার, সাধারন সম্পাদক দীপেন ঘোষসহ ১৮ টি পৃজা মন্দিরের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক উপস্হিত ছিলেন, অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন দর্শনা থানার ওসি অপরেশন আবু সাঈদ, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু,ও আওয়াল হোসেন, পরে তারা দেবী ফাউন্ডেশনের উদ্দগে ১৮ টি পুজা মন্দিরে ৩ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করেন ডায়মণ্ড ওয়াল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগারওয়ালা।

অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে ২লক্ষ টাকা খোয়ালেন জিবননগরের কসাই জিহাদ

গরু কিনতে আসার পথে জিবননগর থেকে বাসে উঠে দর্শনা অভিমুখে আসার সময় বাসের মধ্যে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে নগদ ২লক্ষ টাকা খোয়ালেন কসাই জিহাদ (৪৫)। সে জিবননগর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের রওশন আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, বৃহস্পাতিবার দুপুর সাড়ে ১১টার দিকে জিবননগর থেকে দর্শনা অভিমুখে শাপলা পরিবহনে করে গরু কিনতে শিয়ালমারী হাটে আসছিলো জিবননগরের মাংস দোকানি কসাই জিহাদ।

এসময় গাড়িতে থাকা লোকজন ধারনা করে বলেন হয়তো গাড়িতে ওঠার আগে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে কিছু খেয়ে গাড়িতে উঠেছে। এসময় গাড়িতে উঠে তিনি শিয়ালমারী গরুর হাট অতিক্রম করলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে গাড়ির সুপার ভাইজার ও হেলপার দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের চুয়াডাঙ্গা শাপলা কাউন্টারে অজ্ঞান অবস্থায় নামিয়ে দেয়।

পরে তার মাথায় পানি দিয়ে কিছুটা সুস্থ করার চেষ্টা করে স্থানীয়রা। এসময় পুলিশের খবর দিলে দ্রুত দর্শনা থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। পরে তার কাছে থাকা মোবাইল থেকে বাড়িতে যোগাযোগ

করলে তার আত্মীয় স্বজনরা দর্শনা বাসস্ট্যান্ড আসার আগেই দর্শনা থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এবিষয়ে জিহাদ হোসেনের বড় ভাবি চম্পা খাতুন জানায় সে প্রতি বৃহস্পতিবার শিয়ালমারী হাটে গিয়ে গরু কিনে শুক্রবার জিবননগরে মাংশ বিক্রি করে। আজও গরু কেনার উদ্দেশ্যে ২লক্ষ টাকা নিয়ে বেলা ১১টার দিকে বাসে করে শিয়ালমারী পশু হাটের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলো।

পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আমরা মোবাইল ফোনে জানতে পারি তাকে অজ্ঞানপার্টি অচেতন করে গরু কেনা নগত টাকা নিয়ে গেছে এবং দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। পরে আমরা সেখানে গেলে জানতে পারি দর্শনা থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

আলমডাঙ্গা থেকে নিখোঁজ কলেজ ছাত্রী কোটচাঁদপুরে উদ্ধার অপহরণকারী আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থেকে নিখোঁজ এক কলেজ ছাত্রী (১৬) কে কোটচাঁদপুর শহর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুর পৌর শহরের আদর্শপাড়া আখ সেন্টার এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।

এসময় শুভদেব নামে এক অপহরণকারীকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদের কে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের হাতে হস্তান্তর করে মডেল থানা পুলিশ।

ভুক্তভোগী কলেজ ছাত্রীর বাবা জানান, গত ১২ সেপ্টেম্বর আলমডাঙ্গা আনন্দধাম এলাকার বখাটে শুভদেব আমার কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে অপহরণ করে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ করি। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও কোন খোঁজ পায়নি।

দীর্ঘ ২৫ দিন তাকে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা সহ বিভিন্ন এলাকায় আটকে রেখে শারিরিক ও পাশবিক নির্যাতন করে। আমার মেয়ে পরিবারের

সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পারেনি। তাকে প্রায় সময় অচেতন করে রাখা হতো।

গত বুধবার (০৬ অক্টোবর) আমার মেয়ে একটি নাম্বার থেকে ফোন করে কোটচাঁদপুরে অবস্থানের কথা জানায়। বিষয়টি আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে জানালে তারা কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

পুলিশ বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুর আঁখ সেন্টার এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে আমার মেয়েকে উদ্ধার করে। এসময় অপহরণকারী আটক হয়। এ ঘটনায় ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপহরণ ও ধর্ষণ মামলা করেছেন বলে নিশ্চিত করেছে আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক এস.আই সোহাগ।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত ১

চুয়াডাঙ্গায় বৃহস্পতিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১ জন। চুয়াডাঙ্গায় করোনায় কমেছে মৃত্যুহার।

চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৯ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৯ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন। নতুন করে ১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৮৯১ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ বৃহস্পতিবার ৪২ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে। এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ১৫৫ জন।

এ দিকে ৭৮ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৯ হাজার ৯৯১ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এ সময় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৮৯১ জনে। বৃহস্পতিবার কোনো করোনা রোগী সুস্থ হয়নি ।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৫৯৩ জন।বর্তমানে সক্রিয়

রোগীর মধ্যে হাসপাতালে ১ জন থাকলেও বাড়িতে আছেন ৮৯ জন। নতুন যে ১ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ১ জন।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ৮৭ জন সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ১.১৪ শতাংশ।

দর্শনায় মাদকসহ জয়রামপুরের সোহেল রানা গ্রেফতার

দর্শনায় মাদকসহ জয়রামপুরের সোহেল রানা (৩৩) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে তাকে মাদকদ্রব্য পাচারকালে গ্রেফতার করে দর্শনা থানা পুলিশ। সে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর মল্লিকপাড়ার রেজাউল করিমের ছেলে।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) লুৎফুল কবীরের নের্তৃত্বে থানার এসআই সুমন্ত কুমার বিশ্বাস, এএসআই আনোয়ারুল হক ও এএসআই মামুনুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের চন্ডিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পিচ রাস্তার উপর।

এসময় দর্শনা অভিমুখে পায়ে হেঁটে আসা এক পথচারীর পথ গতিরোধ করে পুলিশ। গতিরোধকারী পথচারীর হাতে থাকা সিমেন্টের তৈরী বাজার করা ব্যাগের মধ্যে তল্লাসী চালিয়ে ভারতীয় ৩ কেজি গাঁজা ও ৩৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

এসময় পুলিশ সোহেল রানা নামের ওই মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করে। এদিকে সোহেল রানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ায় পালিয়ে যায় তার তিন সঙ্গী।

সোহেল রানার স্বীকারোক্তিতে পুলিশ আরও জানতে পারে পালিয়ে যাওয়া দুই জন দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড় বলদিয়া পশ্চিমপাড়ার মৃত আজিম উদ্দিনের ছেলে জিয়া ওরফে কালো জিয়া (৩৫) ও একই পাড়ার টেপা মোড়লের ছেলে ইজা মোড়ল (৪০)।

এবিষয়ে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার সহ একজনকে আটক ও দুইজনের নাম উল্লেখ করে আরও একজনকে অজ্ঞাতনামা আসামী করে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান আটক-২

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনায় দুই মাদক ব্যবসায়িকে আটক করা হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ও দামুড়হুদা উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ আটকের পর এ সাজা প্রদান করে।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নের পিরপুর মাঝেরপাড়ার মৃত ছইরদ্দিনের ছেলে ছানোয়ার হোসেন (৬০) এবং দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা মাঝেরপাড়ার মোসলেম উদ্দিনের ছেলে ওয়াসিম আলী (৩০)।

বুধবার বিকেলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বুধবার সকাল নয়টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়তউল্লাহ, পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার কোশাঘাটা গ্রামের ওয়াসিম আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৫ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়।

এদিকে, বুধবার বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ও জাকির হোসেনের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একই অভিযানিক টিম সদর উপজেলার পিরপুর গ্রামের ছালোয়ার হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে আটক করে।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ওয়াসিম আলীকে ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২শ’ টাকা এবং ছানোয়ার হোসেনকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ’ টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্তদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

তালগাছ রোপনের আহবান কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান

প্রিয় বন্ধু একটি তালগাছ লাগিয়ে পৃথিবীকে বজ্রমৃত্যু হাতে রক্ষা করি, একটি তালগাছ লাগিয়ে পৃথিবীতে তোমার শতবর্ষের স্মৃতি চিহ্ন এঁকে দাও এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগে তাল গাছ রোপণ করে যাচ্ছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান। কৃষি অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামানের অফিসে প্রবেশের আগেই দেখা গেছে একটি সাইনবোর্ড সেখানে লেখা রয়েছে প্রিয় বন্ধু একটি তালগাছ লাগিয়ে পৃথিবীকে বজ্রমৃত্যু হতে রক্ষা করি, কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান এবং সেখানে কৃষকদের উদ্দেশ্যে লেখা রয়েছে প্রিয় কৃষক ভাই, বজ্রমৃত্যু হতে রক্ষায় বৃষ্টির সময় বড় গাছের নিচে থাকবেন না, খোলা মাঠে বা উঁচু স্থানে দাঁড়াবেন না, চামড়ার স্যান্ডেল ব্যবহার করবেন না, নদী পুকুর বা সেচ যুক্ত জমিতে থাকবেন না, ফোনে কথা বলবেন না, বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে দুই কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে দুই পায়ের মাঝে রেখে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বসুন, শুয়ে পরবেন না, ধাতব পদার্থ স্পর্শ করবেন না, বজ্রপাতে আক্রান্ত রোগীকে বিদ্যুৎ শকে আক্রান্ত ব্যাক্তির ন্যায় চিকিৎসা দিন এবং দ্রুত হাসপাতালে নিন। কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তাল গাছ লাগানো এখন একটি সামাজিক ও পরিবেশ আন্দোলনের নাম এবং আমাদের সাথে তালগাছ ও

বজ্র থেকে বাঁচি প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্মানিত জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার মহোদয় এবং দামুড়হুদা উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার। তিনি আরও জানান, আমাদের কাছে ৮৭,৬০০ তাল বীজ আছে যার মধ্যে ২১০০ চারা রোপণ করা হয়েছে । আমরা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের তিনটি বিভাগে তালের চারা রোপণ করা হয়েছে তার মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের বান্দরবন জেলায়, রাজশাহী বিভাগের নাটোর ও রাজশাহী জেলাতে, খুলনা বিভাগের যশোর, ঝিনাইদহ, এবং চুয়াডাঙ্গা জেলাতে। আর তালের চারা আমরা মূলত নদীর পাড়ে, রাস্তার পাশে, মসজিদ, মন্দির, বোদ্ধ শশান, কবরস্থান পাহাড়, ইউনিয়ন, থানা, উপজেলা পরিষদ সহ বিভিন্ন জায়গায় রোপণ করছি। এছাড়া আমরা কৃষকদের জন্য ৭ টি বজ্রশেল্টার তৈরি করে দিয়েছি যাতে করে যখন মাঠে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ ঝড়, বৃষ্টি হলে সেখানে আশ্রয় নিতে পারে এবং আমরা প্রতিদিনই কৃষকদের বজ্রৃত্যু হতে রক্ষা পেতে কি করতে হবে সে বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করে যাচ্ছি। কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান আরও বলেন, আমার স্বপ্ন আমি বাংলাদেশের ৬৪ জেলাতে তাল গাছ রোপণ করবো। কারণ এই তাল গাছের কারণে একজন কৃষক বজ্রমৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে পারে। আমি চাই না একজন কৃষক মাঠে সোনা ফলানোর সময় বজ্রপাতে মৃত্যু বরন করুক। আমি মনে করি কৃষক বাঁচলেই বাঁচবে আমার সোনার বাংলাদেশ। আমি একজন কৃষি অফিসার আমি সবসময়ই কৃষকদের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যেতে চাই। সেই সাথে আপনাদের মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ আজ থেকে আপনারাও আমাদের সাথে তালগাছ ও বজ্র থেকে বাঁচি প্রচারণায় অংশ নিয়ে ফেললেন কারণ আপনাদের লেখার মাধ্যমে আমার স্বপ্ন সকলের সামনে তুলে ধরলেন। এতে করে অনেকেই বজ্রপাত থেকে কিভাবে নিজের রক্ষা করা যায় জানতে পারবে এবং নিজেরাও তাল গাছ রোপণ করবে বলে আমি আশাবাদী।

দর্শনা পারকৃষ্ণপুরের শাকিল হোসেন মিশ্র ফলের বাগান গড়ে

সফলতা পেয়েছেন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুরের উদ্যোক্তা শাকিল হোসেন ৩৫ বিঘার বিশাল মিশ্র ফলের বাগান করে সফল হয়েছেন।

উদ্যোক্তা শাকিল হোসেন বলেন কৃষি আমার রক্তের সাথে মিশে আছে কারন আমার দাদা ছিলেন কৃষক, আমার বাবা ছিলেন কৃষক। কৃষি পরিবারের সন্তান আমি। ছোটবেলা থেকেই বাপ দাদার কৃষি কাজ দেখে আসছি এজন্যই হয়তো আমার কৃষির প্রতি এতটা টান ও ভালবাসা কাজ করে।

আমার চাকরীর চিন্তা মাথায় আসেনি কারণ পরের অধিনে কাজ করার ইচ্ছে ছিল না আমার। আর যেহেতু বাপ-দাদার জায়গা জমি আছে তাই আমি নিজে উদ্যোক্তা হয়েছি। আপনারা আমার বাগানে এসে দেখতে পারছেন আজ আমি কতটুকু সফল হয়েছি। আর একটি বিষয় বলতে চাই আমার এই ৩৫ বিঘার মিশ্র ফলের বাগানে ১৫ জন কর্মরত আছে।

তারা সারাদিন এর দেখাশোনা করেন পাশাপাশি আমি তাদের সাথে কাজ করি। আমার এই মিশ্র ফেলর বাগানে বিভিন্ন ফলের গাছ রয়েছে কমলা,পেয়ারা,মাল্টা,কয়েক জাতের লেবু, আম,আলু বোকরা ইত্যাদি সকল দেশি বিদেশি ফলের জাত রয়েছে আমার এই মিশ্র ফলের বাগানে। এই মিশ্র ফলের বাগানের পাশাপাশি আমার একটি নার্সারি আছে।

আমি নার্সারী গড়ে তুলেছি এর কারণ আমি যখন প্রথম বাগান শুরু করি তখন ফলের চারা কিনে প্রতারিত হয়েছিলাম। তখন মনে জেদ হয়েছিল আমি বাগান করবো পাশাপাশি একটি ছোট নার্সারী তৈরি করে সঠিক জাতের চারা কৃষকদের হাতে তুলে দিব। আমি জানি চারা কিনে প্রতারিত হলে কত কষ্ট লাগে।

আমি মনে করি একটি বাগান মানে একটি সপ্ন আর সপ্ন যদি পূরণ না হয় তাহলে তার জন্য অনেক কষ্টের পাশাপাশি সময় ও টাকা নষ্ট হয়। এজন্য আমি বাগানের পাশাপাশি নার্সারী গড়ে তুলেছি। সেই সাথে আমার মিশ্র ফলের বাগান আসার জন্য মেহেরপুর প্রতিদিন সহ আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।